কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

শ্রী মনোরঞ্জন দে (ঢাকা)

প্রাচীন ভারতে কোন সমন্বিত অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ছিল না—পাশ্চাত্যের কিছু কিছু ইতিহাসবেত্তা এই ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করিয়াছেন। লর্ড ব্যালফোর (Lord Balfour), ভিনসেন্ট স্মীথ (Vincent Smith) প্রমুখ পাশ্চাত্য ইতিহাসবেত্তা প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচুর ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ফলে পাশ্চাত্যে এক সময় এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে প্রাচীন ভারতের হিন্দুরা ধর্ম, দর্শন এবং সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছু সম্পর্কে তেমন অবগত ছিল না। এই ধারণা Max Muller লিখিত "India, What Can It Teach Us" (১৮৯২) এবং L. Cossa লিখিত "Introduction to the Study of Political Economy" (১৮৯৩)-এর মাধ্যমে পাশ্চাত্যে প্রসারলাভ করে। পরবর্তী সময়ে অবশ্য পাশ্চাত্যের অনেক দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা এবং অর্থনীতিবিদ এই কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিরা সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যেসব মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ আধুনিক যুগেও প্রযোজ্য। এমনকি সমাজতন্ত্রীরা পর্যন্ত প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র, সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক দর্শনের বিভিন্ন দিক আগ্রহের সাথে পর্যালোচনা করিয়া অনেক ক্ষেত্রে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রদর্শনের মূল উৎস হইতেছে দুইটি ঃ (১) ভারতীয় উৎস এবং (২) বিদেশী উৎস। বিদেশী উৎসের বেশিরভাগ পক্ষপাতদুষ্ট। ভারতীয় উৎসের মধ্যে আসে i) বেদ ও উপনিষদ, ii) মহাকাব্য; iii) ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র; iv) উৎকীর্ণ শিলালিপি এবং v) বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক রচিত পুস্তকসমূহ।

রচিত পুস্তকসমূহের মধ্যে কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র"-কে প্রাচীন ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার অন্যতম নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসাবে অভিহিত করা যায়। অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে কৌটিল্য এবং অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু জানা দরকার।

কৌটিল্য বা চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত ছিলেন মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রধান অমাত্য। সেই যুগের অমাত্য হইতেছেন আধুনিক যুগের মন্ত্রী। সুতরাং কৌটিল্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী। কৌটিল্য নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সমকক্ষ কূটনীতিক তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষে আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। রাশিয়ান লেখকরা কৌটিল্যকে চন্দ্রগুপ্তের উপদেষ্টা হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। এক অর্থে কৌটিল্যকে এইভাবে অভিহিত করা বোধ করি ভুল নয়। কেননা কৌটিল্য সর্ব-বিষয়ে চন্দ্রগুপ্তের উপদেষ্টা ছিলেন। বিশাখদত্ত রচিত সংস্কৃত নাটক 'মুদ্রারাক্ষসম্' হইতে দেখা যায় যে চাণক্য পন্ডিত তথা কৌটিল্যের কূটনৈতিক চালের জন্যই নন্দ বংশকে উৎখাত করিয়া চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছিল। নন্দ বংশের শেষ রাজার মন্ত্রী ছিলেন রাক্ষস। তিনিও

তৎকালীন সময়ের একজন অন্যতম সেরা কূটনীতিক ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নন্দ বংশের অনুগত। চাণক্য দেখলেন রাক্ষস-এর মত কূটনীতিক চন্দ্রগুপ্তের স্থাপিত সম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার জন্য একান্ত প্রয়োজন। রাক্ষস-এর কূটনৈতিক বিরোধিতা চন্দ্রগুপ্তের জন্য মঙ্গলজনক নয়। কূটনীতির মার-প্যাঁচে কৌটিল্য শেষ পর্যন্ত রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী হওয়ার জন্য বাধ্য করেন এবং এইভাবে চন্দ্রগুপ্তের সম্ভাব্য বিপদ দূর করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মৌর্যরাজবংশের প্রথম রাজা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। ক্ষমতা লাভ ও রাজ্য বিস্তার করিতে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দ রাজবংশের বিরুদ্ধে এবং ভারতে গ্রীক দিক্‌বিজয়ী আলেকজান্ডারের রাখিয়া যাওয়া সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম করিতে হয়। বৌদ্ধ ও জৈন পুঁথিপত্র হইতে দেখা যায় চন্দ্রগুপ্ত অল্পবয়সে তক্ষশীলায় যখন পাঠ গ্রহণ করিতে যান তখন সেখানেই তিনি তাঁর হিতৈষী ও ভবিষ্যৎ উপদেষ্টা কৌটিল্য বা চাণক্য পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পান। তবে এইসব তথ্য কতদূর নির্ভরযোগ্য তাহা বলা কঠিন। প্রচলিত প্রাচীন মতানুসারে তক্ষশীলায় থাকিতেই চন্দ্রগুপ্তের সংগে কৌটিল্যের পরিচয় হয় এবং কূটবুদ্ধিসম্পন্ন কৌটিল্যের বুদ্ধি ও সাহায্যের দরুন তাঁহার পক্ষে নন্দবংশকে উৎখাত করা সম্ভব হয়।

কূটনীতি বিষয়ক গ্রন্থ "অর্থশাস্ত্র" বহু শতাব্দী ধরিয়া মৌর্য যুগের প্রথম দিকের রচনা বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। অর্থশাস্ত্রে ১৫টি অধ্যায় আছে। এইটি ৪৩০ পৃষ্ঠার একটা বই। কৌটিল্যের এই বই রচনার ব্যাপারে প্রাচীনকালের দুইজন বহুদর্শী ও জ্ঞানী ব্যক্তি শুক্র (Shukra) এবং বৃহস্পতি (Brahaspati)-এর কাছে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এইভাবে "অর্থশাস্ত্র" আরম্ভ করিয়াছেন :

"Bow to Shukra and Brahaspati, who, tradition tells us, were two renowned teachers of the art and science of governance which naturally included economics"*

কৌটিল্যের প্রণীত "অর্থশাস্ত্র"-এর উল্লেখ এবং উহার সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা কাদম্বরী ও হর্ষবর্ধন-চরিত রচয়িতা বাণভট্টের লেখায় পাওয়া যায়। সৌনক (Saunak) অর্থশাস্ত্রকে অথর্ববেদ-এর একটি উপ-বেদ হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

তৎকালীন যুগে জাতীয় অর্থনীতিকে "Varta" বলা হইত। জাতীয় অর্থ-নীতি তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল : কৃষি, পশুপালন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য। এই সম্পর্কে কৌটিল্যের বক্তব্য ছিল :

"It is most useful in that it brings in grain, cattle, gold, forest produce and cheap labour. It is by means of treasury and the army obtained solely through 'Varta' that the king is able to hold under the control, both his subjects and his enemy." + তবে 'Varta' বা জাতীয় অর্থনীতির ধারণা অপেক্ষা 'অর্থশাস্ত্র'-এর বিষয়বস্তু অনেক বিস্তৃত।** অর্থশাস্ত্রে রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় কাঠামো ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হইয়াছে।

---

* K. T. Shah : Ancient Foundations of Economics in India (1954) p-18.

+ Shyama Shastri : Kautilya's Arthashastra. p-8

** পাঠকবর্গ কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' কিন্তু শুধু আজকের অর্থনীতি/অর্থশাস্ত্র (Economics) নয়।

বর্তমানযুগে কল্যাণকর রাষ্ট্রীয় ধারণা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অথচ এই ধারণা অনেক পূর্বেই কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে ব্যাপক অর্থে আলোচনা করিয়াছেন। 'অর্থশাস্ত্রে' কল্যাণকর রাষ্ট্র সম্পর্কে যে ধারণা দেওয়া হইয়াছে তাহা আধুনিক যুগের Lord Beveridge এবং A. C. Pigou-এর কথিত কল্যাণকর রাষ্ট্রীয় ধারণা অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' সরকারী আয়-ব্যয় সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা আছে। আছে বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি সম্পর্কে আধুনিক ধারণা। অর্থাৎ এককথায় 'অর্থশাস্ত্রে' অর্থনীতি, রাষ্ট্র, সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব আলোচনা আছে তাহার অধিকাংশ বিংশ শতাব্দীতেও প্রযোজ্য। আমরা 'অর্থশাস্ত্রের' বিভিন্ন দিক তথা কৌটিল্যের বিভিন্ন অবদান সম্পর্কে একের পর এক আলোচনা করিব।

(চলবে)